পিতার সম্মুখে (সান্নিধ্যে)

ইউনিট ৯

ভূমিকা

পিতা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকা মানে হলো প্রার্থনা। আমরা জানি প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ। আমরা আরও জানি, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। তাঁর অসাধ্য কিছু নেই। তাঁর কাছে সব কিছুই সম্ভব। আমরা দেখি ঈশ্বর কোন কোন প্রার্থনার উত্তর যথাযথভাবেই দেন অর্থাৎ আমরা প্রার্থনার ফল পেয়ে থাকি, আবার কোন কোন সময় ফল পাই না। অর্থাৎ তিনি নীরব থাকেন। আমরা জানি না কেন তিনি এরূপ করেন। কিন্তু তিনি চান আমরা যেন সব সময় তাঁর কাছে কাছে থাকি। প্রার্থনার মাধ্যমেই যে, সব সমস্যার সমাধান হবে তাও নয়। তারপরও তিনি চান আমরা যেন প্রার্থনা করি অর্থাৎ তাঁর কাছে যাই, তাঁর উপস্থিতিতে থাকার চেষ্টা করি। বর্তমান বিশ্বে প্রার্থনায় আস্থা কমে যাচ্ছে। যুবসমাজ মনে করে প্রার্থনা করে কোন লাভ নেই বরং সময় নষ্ট করা বা শুধু ঈশ্বরের সামনে কিছু বুলি আওড়ানো। দিনে দিনে শুধু যুবসমাজ নয়, সবার মধ্যেই যেন এই অনীহার ভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি তবে বুঝতে পারি যে, দুর্বল বা সবল যাই হই না কেন, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি নিতান্তই প্রয়োজন। তাঁর উপস্থিতিতে থাকা মানেই হলো প্রার্থনা। পার্থিব পিতামাতা আমাদের সব ইচ্ছা, আশা আকাঙ্ক্ষা সব সময় পূরণ করতে চেষ্টা করেন। কারণ তারা আমাদের ভালোবাসেন। একইভাবে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এবং মঙ্গলময় পিতা তিনি আরও কত বেশী আমাদের ভালোবাসেন - তাই তিনি সব সময় আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। তবে যা আমাদের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় নয়, তা তিনি দেন না। তারপরও তিনি চান আমরা যেন তাঁর উপস্থিতিতে থাকি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : প্রার্থনা ও তার গুরুত্ব
পাঠ-৯.২ : প্রার্থনায় ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর
পাঠ-৯.৩ : প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বসবাস
পাঠ-৯.৪ : প্রার্থনার (প্রকারভেদ) বিভিন্নতা: প্রশংসামূলক ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা
পাঠ-৯.৫ : আবেদনসূচক ও অনুতাপমূলক প্রার্থনা
পাঠ-৯.৬ : সমবেত প্রার্থনার গুরুত্ব

পাঠ-৯.১ প্রার্থনা ও তার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রার্থনা কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রার্থনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রার্থনা কেমন হবে তা পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**পরম পিতা, স্বর্গনিবাসী পিতা, অপরাধ, নিবিড় সম্পর্ক**

মথি ৬:৫-১৩

তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন প্রার্থনার সময় তোমরা বিধর্মীদের মতো অযথা বেশি কথা বলো না। কারণ তারা মনে করে যে, কথার জোরেই তাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে। না, তাদের মতো হয়ো না, কারণ তোমরা কিছু চাইবার আগেই তোমাদের পরম পিতা জানেন, তোমাদের কী কী প্রয়োজন আছে। তাই তোমাদের এই ধরনের প্রার্থনা করা উচিত: হে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি মর্ত্যেও পূর্ণ হোক! আজকের অন্ন আজই আমাদের দান কর। আমরা যেমন অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না, বরং সেই মহা অসতের হাত থেকে আমাদের সর্বদাই রক্ষা কর।

অনুধ্যান ঃ প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ মিলন বা নিবিড় সম্পর্ক। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তাঁর সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলা এবং তাঁর সঙ্গে একা বা অন্যের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করতে পারি। তবে আমাদের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে ঈশ্বরের উপস্থিতির উপর। যীশু সব সময় পিতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং আন্তরিকতার পরিবেশে জীবনযাপন করেন। তাঁর ইচ্ছা, আমরাও যেন আমাদের জীবনে পিতার সঙ্গে একই সম্পর্ক গড়ে তুলি। আমাদের প্রার্থনার ভাবভঙ্গি দ্বারাই প্রকাশ পায় আমরা কিভাবে প্রার্থনা করি বা প্রার্থনাতে কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকি। যীশুর প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য হলো প্রথমত বিশ্বাস এবং দ্বিতীয়ত ঈশ্বরের সঙ্গে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা। ঈশ্বর সম্পর্কে ও প্রার্থনার রীতিনীতি সম্পর্কে পৌত্তলিকদের মনোভাবের একটি উদাহরণ যীশু তুলে ধরেন। যীশুর নিজের ধারণা ঠিক তার বিপরীত। যীশুর প্রার্থনার দুইটি অংশ এবং প্রতি অংশে তিনটি করে আবেদন বা যাচ্না রয়েছে। প্রথম তিনটি আবেদনের মূল লক্ষ্য ঈশ্বর এবং ঐশরাজ্য। দ্বিতীয় তিনটি আবেদনের লক্ষ্য মানুষ এবং তাঁর প্রয়োজনসমূহ। প্রথম তিনটি আবেদনে যীশু শিক্ষা দেন, আমাদের প্রার্থনা দ্বারা যেন সকলে ঈশ্বর ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে জানতে পারে - কারণ তাই-ই হলো মানুষের জীবনের চরম মঙ্গল।

মনে রাখি ঃ "যখন তুমি প্রার্থনা কর, তুমি বরং তখন তোমার নিজের ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতাকেই ডাক, সেই গোপনেই থাকেন যিনি।"

শব্দটীকা ঃ আজকের অন্ন - বর্তমানের প্রয়োজন, স্বর্গনিবাসী পিতা - সর্বত্রই আছেন যিনি

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**প্রার্থনার গুরুত্ব উল্লেখ করে পাঁচটি বাক্য লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

গভীর বিশ্বাস নিয়ে আমরা যদি স্বর্গীয় পিতার কাছে কিছু চাই তাহলে তিনি তা অবশ্যই দিবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা কেমন?

ক) পরম দয়ালু খ) ধনবান

গ) সম্পদশালী ঘ) ক্ষমতাধর।

২। আমরা তখনই অন্যায় করতে পারি না যখন-

i. চালাক হই ii. ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকি iii. বন্ধুর সঙ্গে থাকি

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i ও iii

৩। প্রভু যীশুর শেখানো প্রার্থনায় কয়টি অংশ রয়েছে?

ক) একটি খ) তিনটি

গ) দুইটি ঘ) চারটি।

৪। আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য কী?

ক) সুখী হওয়া খ) স্বাধীন হওয়া

গ) প্রতিবেশীকে ভালোবাসা ঘ) ঈশ্বরকে জানা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রহনপুর গ্রামের মাতব্বর মানুষের সমর্থন ও প্রশংসা পাবার জন্য গরীবদের দান করে এবং প্রার্থনা সভার আয়োজন করে। কিন্তু সুযোগ পেলেই নিজ স্বার্থ সফল করার সুযোগও ছাড়ে না। আর পাশের বাড়ীর সুবাসও কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে সাহায্য করে এবং বিপদে-আপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। ব্যক্তিগতভাবে সে প্রার্থনাশীল ও ঈশ্বর ভক্ত লোক।

ক) উত্তম প্রার্থনা আমাদের কে শিখিয়েছেন?

খ) কেমন প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয়?

গ) "তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক।" যীশুর এই উক্তির আলোকে আপনার পরিবারে, কর্মস্থলে, গ্রামে কীভাবে ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে পারেন? তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের মাতব্বর - না সুবাসের আর্দশ আপনি অনুসরণ করবেন? কেন - তার কারণ দর্শান।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১: ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ঘ

পাঠ-৯.২ প্রার্থনায় ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পিতর কিভাবে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঈশ্বরের আহবান শুনে পিতরের করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**স্বর্গলোক, পবিত্র, অশুচি, দিব্যদর্শন**

শিষ্যচরিত ১০:৯-২৩

পরের দিন, তারা তখনও পথেই রয়েছে, শহরের কাছাকছি এসে গেছে, পিতর সেই সময় প্রার্থনা করার জন্যে বাড়ির ছাদে এলেন। বেলা তখন প্রায় বারোটা। পিতরের হঠাৎ খিদে পেল, কিছু খাবার ইচ্ছে হলো। তাঁর খাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, সেই সময় তাঁর ভাবসমাধি হলো। তিনি দেখতে পেলেন, সামনে স্বর্গলোক উন্মুক্ত। প্রকান্ড চাদরের মতো কী একটা জিনিস যেন নেমে আসছে - তার চার কোণ ধরে তা যেন পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে এই পৃথিবীর যত চতুষ্পদ প্রাণী ও যত সরীসৃপ এবং আকাশের যত পাখী। তখন কার যেন কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল: "পিতর, ওঠ, ওদের মেরে ফেল, আর খাও!" কিন্তু পিতর বলে উঠলেন: "না, তা হয় না, প্রভু! আমি তো কোনদিন অশুচি অপবিত্র কোন-কিছু খাই নি!" তখন দ্বিতীয় বার সেই কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল: ''পরমেশ্বর যা পবিত্র ক'রে তুলেছেন, তাকে তুমি অশুচি ব'লো না!" তিন তিনবার এইরকম ঘটল, তারপর জিনিষটা সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে আবার তুলে নেওয়া হলো। এতক্ষণ দিব্য দর্শনে যা দেখলেন, তার মানেটা কী, পিতর তা ভাবতে ভাবতে দিশেহারা, ঠিক সেই সময় কর্নেলিয়াসের পাঠানো সেই ক'জন লোক সিমোনের বাড়ি খুঁজে নেবার পর ফটকের সামনেই এসে উপস্থিত হলো। তারা ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, পিতর নামে পরিচিত সিমোন সেখানে থাকেন কিনা। পিতর তো তখনও সেই দিব্যদর্শনের কথাই চিন্তা করছিলেন, পবিত্র আত্মা তাঁকে তখন বললেন: "ওই দেখ তিনজন লোক তোমাকে খুঁজছে। এবার উঠে নিচে যাও। কোন দ্বিধা না করেই ওদের সঙ্গে সঙ্গে যাও, কেন না আমিই ওদের এখানে পাঠিয়েছি!" তখন পিতর নিচে নেমে এসে তাদের বললেন: "যাকে তোমরা খুঁজছ, আমিই সে। তোমরা কী কাজে এখানে এসেছ?" উত্তরে তারা বলল: "শতানীক কর্নেলিয়াস আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি একজন ধার্মিক, ঈশ্বর-ভীরু মানুষ। ইহুদী জাতির সকলেই তাঁর সুখ্যাতি করে। তিনি একজন পবিত্র দূতের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়েছেন যে, তিনি যেন তাঁর বাড়িতে আপনাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন এবং আপনার যা করার আছে, তা যেন তিনি শোনেন।" তখন পিতর তাদের ভেতরে আসতে বললেন এবং তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন।

অনুধ্যান ঃ পিতর দিব্য দর্শনের মাধ্যমে যুগান্তকারী একটি বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন অর্থাৎ ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। ইহুদীরা বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর বিজাতিদের জন্য কোন আলৌকিক কাজ করবেন না। পিতর এ ধরনের একগুয়েমী বিশ্বাস করতেন না। এক দুপুরে পিতর প্রার্থনা করার জন্য ছাদে গেলেন। আর পিতর তখন ক্ষুধার্ত হলেন। তিনি কিছু খাবার জন্য চিন্তা করছিলেন। আর তখন দিব্য দর্শনে পরমেশ্বর পিতরকে এক নতুন উপলব্ধি দিলেন - যা খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ যাবৎ খ্রিষ্টবাণী প্রচারিত হয়েছিল শুধু মাত্র ইহুদীদেরই কাছে যারা জন্মসূত্রে বা ইহুদী ধর্ম গ্রহণের ফলে ইহুদী জাতি নামে পরিচিত ছিল। পরমেশ্বর কিন্তু এবার নিজেই পিতরকে বুঝিয়ে দিলেন খ্রিষ্টরাজ্যে ইহুদী অনিহুদী বলে কোন বাছ বিচার নেই। অর্থাৎ তাঁর দায়িত্ব কী। এই কাহিনীর অর্থ খুবই স্পষ্ট। খাবার ব্যাপারে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ কোন বাছ বিচার নেই। খাদ্য এখানে গৌণ। এখানে খাদ্য মানুষেরই প্রতীক। অনিহুদীদের সঙ্গে কোনরকম মেলামেশা করা ইহুদী জাতিতে নিষিদ্ধ ছিল। পিতরকে বিজাতীয়দের কাছে পাঠিয়ে পরমেশ্বর সেদিন স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের

সংস্পর্শে পিতর আদৌ অশুচি হবেন না। পিতরও তাই কর্নেলিয়াসের পাঠানো লোকদের আতিথ্য দিয়েছিলেন এবং দু'দিন পরে কর্নেলিয়াসের বাড়ীতে একদল বিজাতীয়দের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন যে, "পরমেশ্বর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কাউকে কখনো অশুচি বা অপবিত্র বলা উচিত নয়।"

মনে রাখি ঃ তখন পিতর নিচে নেমে এসে তাদের বললেন, "যাকে তোমরা খুঁজছ, আমিই সে।"

শব্দটীকা ঃ জাফা - বর্তমানে তেল আভিভ

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার জীবনে কখনও ঈশ্বরের ডাক শুনে থাকলে তা উল্লেখ করুন।**

সারসংক্ষেপ

যীশু শুধু ইহুদী জাতির নয় কিন্তু বিজাতি পৌত্তলিকদের জন্যও এসেছেন যেন তারাও পরিত্রাণ পেতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রেরিতশিষ্য পিতর কোন নগরে দিব্য দর্শন লাভ করেছিলেন?
ক) জর্ডান খ) জাফা
গ) রোম ঘ) যেরুশালেম।

২। "অশুচি খাবার"- এটি আসলে কীসের উপর নির্ভরশীল?
i. মনোভাবের উপর ii. ধর্মের উপর iii. জাতির উপর
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

৩। ঈশ্বরের উপস্থিতি মানুষের জীবনে কী এনে দেয়?
i. নতুন উপলব্ধি ii. পরিবর্তন iii. সম্পদ
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

৪। সমাজে যারা ভেদাভেদ সৃষ্টি করে তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হলো-
ক) সুন্দর কথা বলা খ) ভালো কথা বলা
গ) প্রার্থনার কথা বলা ঘ) সঠিক কথা বলা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

পদ্ম গ্রামের লিও একজন সৎ এবং ধার্মিক লোক। গ্রামের সবাই তার কাছে আসে সৎপরামর্শের জন্য। সেই গ্রামেরই যিতু মাতব্বর তা সুনজরে না দেখে লিওর নামে নানা কুৎসা রটনা করতে থাকে। লিও এতে প্রতিক্রিয়া না করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকে। শেষে সে অন্তরে অনুভব করে এই খারাপ মাতব্বরের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে। খ্রিষ্টের আদর্শ তার কাছে তুলে ধরতে হবে।

ক) প্রার্থনায় আমরা কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই?

খ) ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হলে আমাদের কী করতে হবে?

গ) আপনার কর্মস্থলে আশে-পাশে যিতু মাতব্বরের মতো লোক থাকলে কীভাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারেন- তা বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) "কাউকে কখনো অশুচি বা অপবিত্র বলা উচিৎ নয়।" পাঠের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২: ১. খ ২. ক ৩. গ ৪. গ

পাঠ-৯.৩ প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বসবাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করতে হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রার্থনার ফল কোন না কোন ভাবে পাওয়া যায় সে বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রার্থনানিষ্ঠ মানুষের দিকে সৃষ্টিকর্তার সুদৃষ্টি থাকবেই সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**বিচারক, বিধবা, সুবিচার, মনোনীতজন**

লুক ১৮:১-৮

শিষ্যদের যে সর্বদাই প্রার্থনা ক'রে যাওয়া উচিত, কখনো নিরাশ হয়ে পড়া উচিত নয়, এই কথা বোঝানোর জন্যে যীশু একদিন তাঁদের একটি উপমা-কাহিনী শোনালেন। তিনি বললেন, এক শহরে একজন বিচারক ছিল। সে পরমেশ্বরকেও ভয় করত না আর মানুষকেও গ্রাহ্য করত না। সেই শহরে ছিল এক বিধবা; সে ওই বিচারকের কাছে বারবার এসে বলত: প্রতিপক্ষ আমার প্রতি যে-অন্যায় করে, আপনি তার সুবিচার করুন। বিচারক কিন্তু বেশ-কিছু দিন ধরে এই ব্যাপারে কিছুই করতে চাইল না। তবে শেষে মনে মনে সে ভাবতে লাগল: "ঈশ্বরকে তো আমি ভয় করি না, মানুষকেও গ্রাহ্য করি না! তবুও ওই বিধবা মেয়েটা আমাকে যখন এতই বিরক্ত করছে, তখন আমি না হয় দেখব, যাতে ও সুবিচারই পায়। নইলে আমার সঙ্গে দেখা করে করে শেষে ও আমাকে একবারে নাকাল করেই ছাড়বে!" প্রভু বলতে লাগলেন: "সেই অসৎ বিচারকটা যে কী বলল, তা শুনলে তো?" সুতরাং যারা পরমেশ্বরের মনোনীতজন, যারা দিনরাত তাঁকে ডাকে, তিনি কি তাদের সুবিচার করবেন না? তাদের সাহায্য করতে তিনি কি অযথা দেরি করবেন? আমি তোমাদের বলে রাখছি, তিনি তাদের সুবিচারই করবেন - আর শীঘ্রই তা করবেন! ... কিন্তু হায়, সেদিন, মানবপুত্র যখন ফিরে আসবেন, তখন তিনি কি পৃথিবীতে একটুও ঈশ্বর-বিশ্বাস দেখতে পাবেন?"

অনুধ্যান ঃ এ পাঠে প্রার্থনায় বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধু লূক এখানে পরিষ্কার ধারণা দিতে চান যে, সর্বদা প্রার্থনা করলে এবং প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকতে পারলে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন। এ অংশে অন্যায্যতাপূর্ণ অবস্থাকে লূক একজন অধার্মিক বিচারকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমরা জানি একজন অধার্মিক বিচারকের কাছে অসহায় মানুষ ন্যায্য বিচার পায় না। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মনে হয় বিধবার মতো অন্যায়কে জয় করা সম্ভব নয়। আসলে এ ধারণা আমরা যেন অন্তরে স্থান না দেই। বিধবা যেমন অবিরাম প্রার্থনার মাধ্যমে ন্যায় বিচার পেয়েছে তেমনি আমরাও যদি প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থেকে তাকে ডাকি তাহলে আমাদের চাওয়া পূর্ণতা লাভ করবে। এখানে প্রার্থনা মানে হলো ঈশ্বরের আগমনের জন্য গভীর আগ্রহ ও প্রতীক্ষা নিয়ে ঈশ্বরের হাতে পূর্ণ আত্মদান। তাই যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের জন্য আমাদের অবিরত প্রার্থনা করতে বলেন। তিনি বলেন, আমরা যদি অবিরত প্রার্থনা করি বা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকি তাহলে আমাদের প্রার্থনা কোনদিন ব্যর্থ হবে না, তার ফল নিশ্চিতভাবে পাবই পাব।

মনে রাখিঃ "আমি তোমাদের বলে রাখছি, তিনি তাদের সুবিচারই করবেন আর শীঘ্রই তা করবেন।"

শব্দটীকা ঃ স্বেচ্ছাচারী - স্বার্থপর, পাষাণ - কঠিন হৃদয়, নাকাল - বিরক্ত করা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**পাঁচ মিনিট নীরব থেকে ঈশ্বরের উপস্থিতি কীভাবে উপলব্ধি করলেন? লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

দৃঢ়চিত্তে ঈশ্বরের কাছে কিছু চাইলে নিরাশ বা হতাশ না হয়ে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করাই কাম্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বরকে যারা ভয় করে না তারা কেমন লোক?

ক) সাহসী খ) পাষাণ

গ) ধনী ঘ) মনভুলা।

২। প্রার্থনা মানেই হলো-

i. ভালো থাকার আশা ii. ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকা iii. ভালো দ্রব্য পাওয়ার আশা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i ও iii

৩। সমাজের লোভী ও নিষ্ঠুর মানুষ-

i. গরীবদের দূরে রাখে ii. গরীবকে ঠকায় iii. গরীবের প্রতি অবিচার করে

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৪। "তিনি আমাদের সুবিচার করবেন এবং শীঘ্রই তা করবেন।" উক্তিটি দ্বারা কী ঈঙ্গিত করা হয়েছে?

ক) যীশুর পুনরায় আগমন করবেন খ) যীশু উত্তম বিচারক

গ) যীশু সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ঘ) যীশু দয়ালু।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রিক্তা অভাবী পরিবারের সন্তান। বি,এ পাশ করার পর পাঁচ বৎসর যাবৎ চাকুরীর খোঁজ করছে। কিন্তু কোন ভালো চাকুরী হচ্ছে না। নিরাশ না হয়ে ধৈর্য্য ও বিশ্বাস নিয়ে সে প্রার্থনা করে যেতে থাকে এবং বার বার বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ করতে থাকে। অবশেষে তার একটি ভালো চাকুরী হলো।

ক) প্রার্থনার জন্য কী প্রয়োজন?

খ) সারাদিন আমরা কীভাবে ঈশ্বরের কথা মনে রাখতে পারি?

গ) আপনার কোন আত্মীয়ের জীবনে কোন সমস্যা, হতাশা, নিরাশা দেখা দিলে কীভাবে আপনি তাকে ঈশ্বরের দিকে তাকাতে সাহায্য করবেন? আপনার বক্তব্য তুলে ধরুন।

ঘ) "যারা দিন-রাত তাঁকে ডাকে, তিনি কী তাদের সুবিচার করবেন না?" পাঠের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩: ১. খ ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ

পাঠ-৯.৪ প্রার্থনার (প্রকারভেদ) বিভিন্নতা ঃ প্রশংসামূলক ও ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কীভাবে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করতে হয় সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঈশ্বর বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার উত্তর দেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

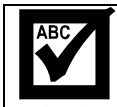 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**লাজার, পাথর, মহিমা, কাপড়ের ফালি**

যোহন ১১:৩৮-৪৪

"যীশু আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি এবার সমাধিটির কাছে গেলেন। সমাধিটি ছিল ছোট গুহার মতো একটা জায়গা। তার মুখে একখানা পাথর খাড়া করে রাখা ছিল। যীশু বললেন: "পাথরটা সরাও।" মৃত লাজারের বোন মার্থা ব'লে উঠলেন: "প্রভু, আজ তার চারদিন হয়ে গেল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভেতরে দুর্গন্ধ হয়ে থাকবে।" উত্তরে যীশু বললেন: "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, বিশ্বাস থাকলে তুমি পরমেশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?" তখন তারা পাথরখানা সরিয়ে ফেলল। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে যীশু এবার বললেন: "পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি অবশ্য জানতাম যে, তুমি সর্বদাই আমার প্রার্থনা শুনে থাক, তবে আমার চারপাশে এই যে সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরই জন্যে আমি এই কথা বললাম, যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, সত্যিই তুমি আমাকে পাঠিয়েছ!" এই কথা বলার পর যীশু জোরের সঙ্গে ব'লে উঠলেন: "লাজার, বেরিয়ে এসো!" যে লাজার মারা গিয়েছিলেন, তিনি তখন বেরিয়ে এলেন; তাঁর হাত-পা তখনো কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা, তাঁর মুখ তখনো কাপড় দিয়ে জড়ানো। যীশু এবার বললেন: "ওর সব বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।"

অনুধ্যান ঃ যীশু পরমেশ্বরের কাছ থেকে মৃতদের পুনরুত্থিত করার অধিকারপ্রাপ্ত। লাজারের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই পুত্রের নিদর্শন কার্যে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয়। যীশুর নিদর্শন কার্য সমূহ যীশু ও পরমেশ্বরের মহিমা দৃশ্যমান করে তোলে এবং সেগুলিতে বিশ্বাসী যারা তারাই মাত্র সে মহিমা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। এ অংশটুকুতে একথা লক্ষণীয় যে, যীশু মানবীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কখনও প্রার্থনা করেন না। পিতার ইচ্ছায় একান্তভাবে অনুগত বলে যীশু প্রার্থনা করেন। যেহেতু যীশু পিতার সাথে পূর্ণভাবে সংযুক্ত এবং ইচ্ছায় অনুগত সেহেতু তিনি তাঁর প্রার্থনা সম্পর্কে নিশ্চিত যে, তা পূর্ণতা লাভ করবেই। আর এ জন্যেই তাঁর প্রার্থনা ধন্যবাদ ও প্রশংসায় পরিপূর্ণ। তিনি আরও নিশ্চিত যে পিতা তাঁকে ভালোবাসেন তাই তাঁর প্রার্থনা পূরণ করবেনই। যীশুর নামে পিতার কাছে যা চাই অর্থাৎ বিশ্বাস নিয়ে চাইলে তিনি তা পূরণ করেন। যীশু নিজের জন্য নয় কিন্তু জনতার জন্য প্রার্থনা করলেন যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, যীশুর নিদর্শন কাজ হলো তাঁরই সপক্ষে পরমেশ্বরের সাক্ষ্যদান। অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা যাতে লাজারের পুনর্জীবনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যীশু পরমেশ্বরের প্রশংসা গানে এবং ধন্যবাদ দানে মুখরিত ছিলেন। তা সম্ভব একমাত্র ভালোবাসার কারণে। আমরা বিশ্বাস নিয়ে যদি পরমেশ্বরের মহিমাগান করি এবং ধন্যবাদ জানাই তাহলে আমাদের প্রয়োজনও অবশ্য মিটাবেন।

মনে রাখি ঃ "পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

শব্দটীকা ঃ শোকার্ত - ব্যথিত, পরমেশ্বরের মহিমা - ঈশ্বরের নিদর্শন কাজ

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**একটি প্রশংসামূলক প্রার্থনা লিখুন**

সারসংক্ষেপ

লাজারের জীবনদানের মাধ্যমে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যীশুর নামে বিশ্বাস নিয়ে কিছু চাইলে তা তিনি পূরণ করবেনই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বর কীভাবে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন?
ক) তাঁর ইচ্ছানুযায়ী খ) খুব তাড়াতাড়ি
গ) ধীরে ধীরে ঘ) প্রয়োজন অনুসারে।

২। যীশুর সঙ্গে লাজারের কেমন সম্পর্ক ছিল?
ক) ব্যক্তির খ) শ্রদ্ধার
গ) বন্ধুর ঘ) আন্তরিকতার।

৩। মৃত মানুষকে যীশু সুস্থ করে সাক্ষ্য দিলেন-
ক) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান খ) ঈশ্বর পরোপকারী
গ) ঈশ্বর দয়ালু ঘ) ঈশ্বর ক্ষমাশীল।

নিচের উদ্ধৃতি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
ডাক্তার প্রদীপ গরীবদের জন্য একটি চিকিৎসালয় খুলেছেন। সেখানে খুব কম টাকায় তিনি চিকিৎসা করে থাকেন এবং সে সাথে তাদের সমস্যা, মনের দুঃখ, ব্যথা, হতাশা-নিরাশার কথা শুনে তাদের সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন। এতে অনেকে আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবেও নিরাময় লাভ করে।

৪। ডাক্তার প্রদীপের সেবা কী প্রকাশ করছে?
i. গরীবের সেবা ii. গরীবের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা iii. গরীবদের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৫। গরীবের প্রতি, প্রতিবেশীর ভালোবাসা আসলে কার ভালোবাসার প্রতীক?
ক) স্বর্গীয় পিতার খ) দয়ালু ব্যক্তির
গ) উদার ব্যক্তির ঘ) মহৎ ব্যক্তির

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

প্রতাপ এবং শীতল দু'জন পরস্পর বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তাদের পরিবারের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রতাপ হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, শীতলের পরিবার সার্বিক সাহায্য করতে পাশে এসে দাঁড়ায়। প্রতাপের জন্য শীতল অনেককে নিয়ে প্রার্থনা করতে থাকে। আস্তে আস্তে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এতে দু'বন্ধুর পরিবার একত্রে কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রভুকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানায়।

ক) আমরা প্রকৃতভাবে কার কাছে প্রার্থনা করি?

খ) ধন্যবাদ ও প্রশংসামূলক প্রার্থনা বলতে কী বুঝেন?

গ) উদ্দীপকটির মধ্যে প্রতাপ সুস্থ হওয়ার পেছনে শীতলের কী ভূমিকা ছিল- তা বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) "লাজার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছে" এই ঘটনাটি দ্বারা কীভাবে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে- তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪: ১. ক ২. গ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক

পাঠ-৯.৫ আবেদনসূচক ও অনুতাপমূলক প্রার্থনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আবেদনসূচক প্রার্থনার অর্থ বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনুতাপমূলক প্রার্থনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**খোঁজ, অসীম কৃপা, ধর্মময়**

মথি ৭:৭-১১, সামসঙ্গীত ৫১: ১-৪

তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্যে দরজাটি খুলেই দেওয়া হবে। কারণ যে চায়, সে পায়; যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; যে দরজায় ঘা দেয়, তার জন্যে দরজাটি খুলে দেওয়াই হয়। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার ছেলে রুটি চাইলে সে তাকে পাথর দেবে? কিংবা মাছ চাইলে দেবে সাপ? ... কাজেই তোমরা খারাপ হয়েও যখন তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভালো ভালো জিনিস দিতে জান, তখন তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার কাছে যারা প্রার্থনা জানায়, তিনি যে তাদের ভালো ভালো জিনিস দেবেন, তা আরও কতই না নিশ্চিত!...

আমার প্রতি সদয় হও, ওগো ঈশ্বর, তোমার করুণাগুণে; তোমার অসীম কৃপায়, ওগো, মুছে ফেল তুমি আমার সকল দোষ!

তুমি আমার সেই অপরাধ ধুয়ে ফেল নিঃশেষে; আমার পাপের কালিমা থেকে নির্মল কর আমায়!

আমার দোষ, আমার ত্রুটি স্বীকার করি আমি; আমার সেই পাপের কথা স্মরণে আমার রয়েছে অনুক্ষণ।

তোমারই কাছে পাপ করেছি আমি; তোমারই চোখে যা অন্যায়, তাই করেছি আমি।

তুমিও তাই রায়বিধানে সত্যি ধর্মময়, দণ্ডবিধানে সত্যিই ত্রুটিহীন!

অনুধ্যান ঃ আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে থাকি। আমাদের চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। যে কোন প্রয়োজনে যেমন, বিপদের সময়, পরীক্ষার সময়, চাকুরীর জন্য, ভালো স্বাস্থ্যের জন্য, পরিবারের একতার জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানিয়ে থাকি। ঈশ্বর আমাদের সব প্রয়োজন জানেন, ও বুঝেন এমনকি তা পূরণও করেন - কিন্তু তবুও তিনি চান আমরা যেন তাঁর কাছে আমাদের অনুনয়সমূহ তুলে ধরি। বারবার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে যীশু আমাদের বুঝিয়ে দেন তিনি সব সময় আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। কোন প্রার্থনাই বিফল হয় না। আমরা যদি তার কাছে চাই- আর তিনি তা দিতে পারেন তাহলে আনন্দিত হন। প্রার্থনায় আবেদন জানানোর অর্থ হলো- আমাদের জীবনে যে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে তা স্মরণ করা। ঈশ্বর সব সময় দিতে প্রস্তুত- নিতে প্রস্তুত থাকাই হলো আমাদের আবেদনমূলক প্রার্থনা।

জীবন চলার পথে দুর্বল মানুষ হিসেবে আমরা অনেকবার ভুল করি, আমরা ভুলের মধ্যে পড়ে থাকতে চাই না। ভুল পথ থেকে প্রভুর কাছে ফিরে যেতে চাই আর তখনই আমরা দুঃখ করি, অনুতপ্ত হই- পিতার কাছে অনুতপ্ত মন নিয়ে ফিরে যাই। অনুতপ্ত অন্তরে প্রভুর কাছে ফিরে যাবার একটি সুন্দর প্রার্থনা হলো- সামসঙ্গীত। অনুতপ্ত অন্তরে প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিয়ে হাজির হলে তিনি আমাদেরকে তার কোলে তুলে নেন।

মনে রাখি ঃ "তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্যে দরজাটি খুলেই দেওয়া হবে।"

শব্দটীকা ঃ অপরাধ - দোষ, অনুক্ষণ - সব সময়

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**একটি অনুতাপমূলক প্রার্থনা রচনা করুন**

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বর আমাদের সকল প্রয়োজন জানেন ও বুঝেন - তাই তিনি চাওয়ার আগেই তা দিয়ে থাকে। কিন্তু তিনি চান আমরা যেন তাঁকে ডাকি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অনুতপ্ত হলে জীবনে কী আসে?

ক) পরিবর্তন খ) আনন্দ

গ) নম্রতা ঘ) উদারতা।

২। ভুল পথে থাকা মানেই হলো-

ক) নীরব হয়ে পথ চলা খ) অন্ধকারে পথ চলা

গ) বোকা হয়ে পথ চলা ঘ) বন্ধুর পরামর্শে পথ চলা।

৩। মানুষ হিসেবে আমরা কেমন পথে চলতে প্রায়ই ব্যর্থ হই?

i. ভালোবাসার পথে ii. সঠিক পথে iii. ঈশ্বরের পথে

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ধনী ঘরের সন্তান রনি। বাবা তাকে ডাক্তার বানানোর জন্য তার পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু রনি গোপনে তা অসৎ পথে নষ্ট করতে থাকে। হঠাৎ তার বাবা মারা যাওয়ায় সে তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়।

ক) অনুতাপমূলক প্রার্থনা কী?

খ) অনুতপ্ত মানুষের জীবন কেমন হয়?

গ) আপনার বন্ধু আপনার কোন ক্ষতি করে অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে তা স্বীকার করলে আপনি তার প্রতি কেমন আচরণ করবেন? বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) "স্বর্গ নিবাসী পিতার কাছে যারা প্রার্থনা জানায়, তাদের তিনি ভালো ভালো জিনিস দেন।" উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫: ১. ক ২. খ ৩. ঘ

পাঠ-৯.৬ সমবেত প্রার্থনার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যীশুর নামে প্রার্থনা করলে তার ফল পাওয়া যাবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আমাদের প্রার্থনা পূরণ হলে আমরা আনন্দিত হবো- তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এক সাথে প্রার্থনা করার সার্থকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

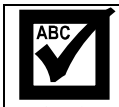 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**রূপক, আনন্দ, স্বর্গনিবাসী, বিশ্বাসপূর্ণ অন্তর**

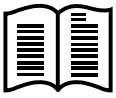

যোহন ১৬:২৩-২৮; মথি ১৮: ১৯-২০

সেদিন আমাকে তোমরা আর কোন প্রশ্নই করবে না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার নামে তোমরা যদি পিতার কাছ থেকে কোন-কিছু চাও, তিনি তোমাদের তা নিশ্চয়ই দেবেন। এ পর্যন্ত আমার নামে তোমরা তো কোন-কিছুই চাওনি। চাও না, তোমরা পাবেই; আর তাতেই তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে! ... এই সব কথা আমি তোমাদের নানা রূপক দিয়েই বললাম, কিন্তু এমন সময় আসছে, যখন আমি আর রূপক দিয়ে কথা বলব না, বরং স্পষ্ট সোজা ভাষাতেই তোমাদের কাছে পিতার কথা জানাব। সেদিন যা চাইবার, তোমরা আমার নামেই চাইবে। অবশ্য আমি এই কথা বলছি না যে, তখন আমি তোমাদের জন্যে পিতার কাছে প্রার্থনা জানাব। না, পিতা নিজেই তো তোমাদের ভালোবাসেন, কেন না তোমরা আমাকে ভালোবেসেছ আর আমি যে পরমেশ্বরের কাছ থেকেই এখানে এসেছি, তোমরা তো তা বিশ্বাসও করেছ। হ্যাঁ, আমি এসেছি পিতারই কাছ থেকে, এসেছি এই জগতে; আর এখন আমি এই জগৎ ছেড়ে চলে যাচ্ছি পিতার কাছে।"

এ কথাও আমি তোমাদের বলে রাখছি ঃ তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি এই পৃথিবীতে কোন-কিছুর জন্যে একমন হয়ে প্রার্থনা জানায়, তাহলে আমার স্বর্গনিবাসী পিতা তাদের সেই প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন; কেন না দু'তিনজন লোক আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি।"

অনুধ্যান ঃ যীশুর পুনরুত্থানের পর যীশুর প্রতি শিষ্যদের বিশ্বাস আগের চেয়ে অনেক গভীর হয়ে উঠবে। তাদের কাছে তখন যীশুর কথা আরও পরিষ্কার রূপ নেবে। আর পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাদের অন্তর জ্ঞান বুদ্ধিতে ভরে উঠবে। এ অংশটুকুতে সাধু যোহন আমাদেরকে বলতে চান- আমরা যদি বিশ্বাসপূর্ণ অন্তরে পিতার কাছে কিছু চাই তাহলে সে প্রার্থনা পূরণ হবেই- কারণ যীশু নিজেই বলেছেন তাঁর নামে আমরা যদি এক সাথে কিছু যাচ্না করি তিনি তা পূর্ণ করবেনই করবেন।

তিনি আরও বলেন- তাঁর সাথে যদি পূর্ণভাবে সংযুক্ত থাকি তাহলে তার ভালোবাসার মধ্যেই আমরা অবস্থান করবো। কারণ তিনি তো নিজেই পিতার সাথে সংযুক্ত। যীশু এ অংশে আরও জোর দিতে চান মণ্ডলীতে একতা ও পুর্নমিলনই শ্রেষ্ঠ উপহার অর্থাৎ একের অধিক কেউ যদি এক সাথে মিলিত হই তাহলে সেখানে তিনি উপস্থিত থাকেন। তিনি প্রার্থনার উত্তর দেন। তিনি এতে প্রীত হন। অর্থাৎ মণ্ডলীতে একত্রে বসবাসের এবং থাকার ও প্রার্থনা করার যে আনন্দ তা তিনি বুঝিয়ে দেন।

আমরা এ পাঠ থেকে আরও বুঝতে পারি যে সমবেতভাবে যদি পিতার কাছে কিছু চাই তিনি সেই প্রার্থনা পূর্ণ করবেনই করবেন। অর্থাৎ সমবেত প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম।

মনে রাখি ঃ "কেননা দু'তিনজন লোক আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয় আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি।"

শব্দটীকা ঃ আর কোন প্রশ্নই করবে না - যীশুর পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের বিশ্বাস গভীর হবে, রূপক - উপমা।

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**প্রার্থনার গুরুত্ব সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখুন**

সারসংক্ষেপ

আমরা যদি খ্রিষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকি তাহলে তাঁর ভালোবাসার মধ্যেই জীবনযাপন করবো - কারণ তিনি নিজেই পিতার সঙ্গে যুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এক সাথে প্রার্থনা করলে সে প্রার্থনা কেমন হয়?

ক) আনন্দের খ) শক্তিশালী

গ) শান্তির ঘ) ভক্তির।

২। যীশু কার সঙ্গে যুক্ত থেকে আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন?

i. দূতগণের সঙ্গে ii. পিতার সঙ্গে iii. আত্মার সঙ্গে

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। যীশুর পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের বিশ্বাস কেমন হবে?

ক) হালকা খ) গভীর

গ) মধুর ঘ) আনন্দের।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সুবল লক্ষ্য করছে তার সন্তানরা যার যার খেয়ালখুশি মতো চলাফেরা করছে, বাবা-মার সঙ্গে খারাপ আচরণ করছে। সুবল সবাইকে ডেকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় এক সঙ্গে প্রার্থনা করতে শুরু করে, এতে তার পরিবারে আবার শান্তি ফিরে আসে।

ক) আমাদের আত্মার খাদ্য কী?

খ) প্রার্থনায় আত্মার খাদ্য কী?

গ) আপনার জীবনে কী প্রার্থনার প্রয়োজন আছে? থাকলে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) "প্রার্থনাই জীবনে শান্তি আনে।" উক্তিটির যথার্থতা সুবলের পরিবারের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬: ১. খ ২. খ ৩. খ

উত্তর মালা: ইউনিট-৯

পাঠের নাম				
পাঠ-১	১) ক	২) খ	৩) গ	৪) ঘ
পাঠ-২	১) খ	২) ক	৩) গ	৪) ঘ
পাঠ-৩	১) খ	২) খ	৩) ঘ	৪) ঘ
পাঠ-৪	১) ক	২) গ	৩) ক	৪) ঘ
পাঠ-৫	১) ক	২) খ	৩) ঘ	৫) ক
পাঠ-৬	১) খ	২) খ	৩) খ	